19th Year, 1st Issue
January 2022
Bookfair Issue
১৯ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
জানুয়ারী ২০২২
বইমেলা সংখ্যা

Suggested contribution : Rs. 10/-

স্বকণ্ঠে

in our own voice

A
Sappho Publication

একটি
'স্যাফো' প্রকাশনা

প্রস্তাবিত অনুদান : ১০ টাকা

for the rights of sexually marginalised women & transmen

আমাদের কথা

তাহলে সেই কথাই রইল। এই বারটাই আমার "স্বকণ্ঠে"-র শেষ সম্পাদকীয় লেখা। না, না, প্রিয় পাঠকবন্ধু, "স্বকণ্ঠে" প্রকাশ থেমে যাচ্ছে না। বহাল তবিয়তে থাকছে, থাকবে। শুধু আমি ছুটি নিলাম একক সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে। হাল ধরছে পরবর্তী প্রজন্ম। এ যে কত বড় গর্বের বিষয় তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। সেই ২০০৪ সালের জানুয়ারীতে ফিরে তাকালে, যখন সমকামিতা তো দূরের কথা, যৌনতা নিয়েই চারিদিকে ঢাক ঢাক গুড় গুড়, তখন বুক চিতিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল "স্বকণ্ঠে"। তারপর থেকে নির্ভয়ে তার পদসঞ্চার এই ২০২২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত, না থেমে। তাই "স্বকণ্ঠে" চলমান বিপ্লবের আর এক নাম!

এখন আসি কিছু ছেলেখেলার কথায়। ছেলেখেলা বলব, না বিষাক্ত পিতৃতান্ত্রিক পৌরুষখেলা বলব তা অবশ্য বিচার্য বিষয়।

বিহারের গয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কোড নিয়ে তোলপাড় চলছে। আসলে, এই বিমানবন্দরের কোড হল 'GAY'– যা সমকামিতার সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় সংসদে এ নিয়ে আপত্তি তুলেছে সরকারি উদ্যোগ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি। কমিটি বলেছে, ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে এমন একটি শহরের জন্য 'GAY' (one of the meanings of GAY is homosexual) কোড ব্যবহার করা ঠিক নয়। এই কোড পরিবর্তনের জন্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। সংসদের প্যানেল কোডটিকে 'YAG'-তে পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছে। কমিটি সংসদে বলেছে যে গয়াকে মানুষ একটি পবিত্র, পৌরাণিক ও ধর্মীয় শহর বলে মনে করে, যার জন্য 'GAY' কোডটি অনুপযুক্ত, আপত্তিকর এবং লজ্জাজনক। এ শব্দের ব্যবহার সঠিক নয়। এই শব্দ বা অক্ষরের ব্যবহার শহরের পুরাণ ও গৌরবময় ইতিহাসকে আঘাত করে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত আন্তর্জাতিক বায়ু পরিবহন সংস্থার (International Air Transport Association) সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা। আরও একবার রাষ্ট্রের ভরপুর সমকামভীতির (Homophobia) নিদর্শন প্রকট হল।

আরও জানুন পাঠক, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT) স্কুলে ট্রান্সজেন্ডার বা জেন্ডার নন-কনফর্মিং ছাত্রছাত্রীদের একীকরণের বিষয়ে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা (manual) তাদের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে দিয়েছে, নথিতে অসঙ্গতি আছে এই ভিত্তিতে ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস (NCPCR) সংশোধন চাওয়ার কয়েকদিন পর। নির্দেশিকাটি সম্প্রতি NCERT তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছিল স্কুলগুলিকে ট্রান্সজেন্ডার এবং জেন্ডার নন-কনফর্মিং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার নিয়মাবলী মেনে এই ধরনের শিশুদের ভয় এবং অস্বস্তি দূর করার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকদের সংবেদনশীল করার জন্য। ম্যানুয়ালটি জানায় যে কীভাবে স্কুলে লিঙ্গদ্বিত্ব (gender binary) মেনে 'ছেলে' এবং 'মেয়েদের' জন্য পৃথক ইউনিফর্মের বাধ্যবাধকতা সহ লিঙ্গ-নির্দিষ্ট বসার ব্যবস্থা, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বা এমনকি একটি নির্দিষ্ট চুলের স্টাইল রাখা তাদের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। এটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ (gender neutral) টয়লেট, বিশ্রামাগার, চেঞ্জিং রুম এবং ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করা, শিশুদেরকে তাদের লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্কুলের ক্রিয়াকলাপের জন্য আলাদা না করা, ক্যাম্পাসে কথা বলার জন্য ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি বিষয়ের সুপারিশ করেছিল। NCPCR বলে, ম্যানুয়ালটির বক্তব্য প্রথমত, শিশুদের জন্য লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অবকাঠামোর (infrastructure) পরামর্শ দেয় যা তাদের লিঙ্গ বাস্তবতা এবং মৌলিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও, লিঙ্গভেদ অপসারণের ধারণা বিভিন্ন জৈবিক চাহিদার শিশুদের সমান অধিকার অস্বীকার করবে। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিটি বাড়িতে এবং স্কুলে পরস্পরবিরোধী পরিবেশের কারণে শিশুদের অপ্রয়োজনীয় মানসিক আঘাতের সম্মুখীন করবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন মন্তব্য করেন যে এটা নাকি লিঙ্গ সংবেদনশীলতার (gender sensitization) নামে "স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে আঘাত করার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র"। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীণ করার এক মানবিক উদ্যোগকে অপব্যাখ্যা করে থামিয়ে দেওয়াটা তবে কী?

এবারে আসি হিজাব নিয়ে 'তেজাব' এর ঘটনায়। ঘটনাটি শুরু হয় এই ভাবে – কর্ণাটকের উডুপি জেলার এক প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় (pre-university) কলেজের ছাত্রীরা যখন হিজাব পরার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। কর্ণাটক সরকার একটি আদেশ জারি করেন যে ছাত্রছাত্রীদের কলেজ উন্নয়ন কমিটি দ্বারা নির্ধারিত ইউনিফর্ম বা ড্রেস কোড মেনে চলতে হবে। কর্ণাটক শিক্ষা আইন ২০১৩ এবং ২০১৮ এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্কুল এবং পিইউ কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিফর্ম নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। বিভাগটি এই নিয়মগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সার্কুলার জারি করে এবং উচ্চ আদালত এই বিষয়ে রায় না দেওয়া পর্যন্ত নিয়ম অনুসরণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের আবেদন করে। মুসলিম ছাত্রীরা কলেজে হিজাব নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিম মেয়েরা যুক্তি দেখায় যে হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা সংবিধানে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে লঙ্ঘন করে। তারপরই দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে বিতর্কটি সারা দেশে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায়। শুরু হয় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ। এখানে এই ঘটনার উত্থাপন করা প্রয়োজন এই কারণে যে আবারও নিজের ইচ্ছেমত পোষাক পরে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য। কিন্তু শিকড়ের সন্ধানে গেলে দেখা যাবে তা মাটির অনেক অনেক নীচে পোঁতা। আসলে কি এ আরও কোনও গভীর অসহিষ্ণুতার ইঙ্গিত দেয়?

শুধুই কি নিরাশা? আশার আলোও দেখতে পাই যখন মাননীয় কেরালা হাইকোর্ট বলেন LGBTIQA+ (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender-Intersex-Queer-Asexual plus) সম্প্রদায়ের মানুষদের লিঙ্গ-যৌন পরিচয় এবং অভিব্যক্তির কোনও জোরপূর্বক রূপান্তরের (conversion therapy) বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আরও বলেন কেরালা সরকারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনে সমস্যাটি বিবেচনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেন।

সম্প্রতি, মহামান্য মাদ্রাজ হাইকোর্ট তামিলনাড়ু সরকারকে তামিল ও ইংরাজী ভাষায় একটি মিডিয়া রেফারেন্স গাইড তৈরি করতে বলেছেন যা মিডিয়া LGBTQIA+ ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়কে সম্মানের সাথে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি ব্যবসায়ী কোম্পানি LGBTQIA+ কর্মীদের নিরাপদ পরিবেশ গড়ার জন্য এবং অন্যান্য সমস্ত কর্মচারীদের মতো একই সুবিধা দেবার জন্য উদ্যোগ নেবার চেষ্টা করছে তাদের নীতি পরিবর্তন ক'রে বা নতুন নিয়ম তৈরি ক'রে। এতে অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে সুবিধাবিধিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে "spouse" এর জায়গায় "partner" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু সংস্থা তাদের চিকিৎসা বীমায় এখন সমলিঙ্গের সঙ্গীদের যোগ করেছে যেমন কর্মচারীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরা বীমা সুবিধা ভোগ করে। এছাড়াও, LGBTQIA+ কর্মীরা তাদের দত্তক সন্তানের জন্যে ছুটি, তাদের সমলিঙ্গের সঙ্গীর জন্য সহানুভূতিমূলক বা শোকের ছুটি, এবং নানা কাউন্সেলিং পরিষেবার সুবিধা নিতে পারে। যদিও নীতি পরিবর্তনগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ হল বিদ্যমান কর্মচারী এবং পরিচালকদের মনোভাব পরিবর্তন করা যাতে তারা LGBTQIA+ কর্মীদের আরও স্বাগত জানাতে সহায়তা করে।

পাঠকবন্ধু, শেষকালে আর একটা খুশীর খবর আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে না নিলে এই সম্পাদকীয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গত ২০২১ এর ২০শে নভেম্বর স্যাফো ফর ইকুথ য়ালিটি জয় করেছে পঞ্চম মারথা ফেরেল বিশেষ জুরি পুরস্কার, বিগত বাইশ বছরের অনর্গল সংগ্রামের স্বীকৃতি। আমরা ঋদ্ধ, আনন্দিত, নতুন উদ্যমে পথ চলার জন্যে প্রস্তুত।

আমার কথাটি এবার সত্যিই ফুরোলো। তবে নটে গাছটি কিন্তু মুড়োলো না। স্বাগতম নতুন সম্পাদক মণ্ডলি। "স্বকণ্ঠে" দীর্ঘজীবী হোক! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

Cyber-Violence: A New Kind of Gender Based Violence against Women

Mahera Imam

Violence against women is constantly changing especially with the emergence of information and communication technologies. New forms of gender-based violence have emerged with the help of technological advancement. This can be identified as cyber violence against women, queer and trans* persons, which is spreading rapidly and posing a significant risk. Mobile usage and internet access has broadened the scope of cyber violence. Now violence takes place anywhere, anytime, with no clue about who the perpetrator is. Cyberspace has become the most common public space today to victimize women. It provides the biggest public platform to harass and intimidate women. It is also the biggest threat because of the wide audience of the cyberworld. As technology journalist Amanda Hess has said "Until domestic violence became a national policy priority, abuse was dismissed as a love, quarrel. Today's harmless jokes and undue burdens are Tomorrow's Civil Rights Agenda".

While there are no formally recognized definitions, but some efforts have been made to define issues of online abuse or cyber violence against women. Research by Association for Progressive Communication defines technology-related violence as encompassing acts of gender based violence that are committed, abetted, or aggravated in part or fully using information and communication technologies such as phones, internet, social media platforms and email. Halder and Jaishankar in their book "Cyber Crime and the Victimization of Women, Laws, Rights and Regulations" define three separate periods in cyber-era depending upon the usage of cyber-communications. First is Email period, starting from 1990s when email was the only form of digital communications. The second is the chat room period, which began in late 1990s and early 2000. After digital communication saw a boom through the email period, came the public and private chat room period, where people could exchange their personal information, see their pictures and chat instantly. The third period starts with cyber-social networking, it began in early 2000. Internet users and numerous social networking sites were born in the US in 2000-2001. This period also saw a boom in social interactions through blogs, adult dating sites, online bulletin boards. Following are some forms of cyber-violence used against women, trans* and queer people.

- Trolling is the deliberate act of making random unsolicited or controversial comments on digital social networks.

- Cyber-stalking is the use of the Internet or other electronic means to stalk or harass an individual.

- Cyber-Harassment is an Inappropriate or offensive advances on social networking websites or internet chat rooms.

- Body shaming is the act of deriding or mocking a person's physical appearance.

- Morphing: Changing an image smoothly into another image using computer animation.

- Cyber defamation refers slander that is expressed online, typically via a publicly accessible website.

- Clone-ID is used to try and send each request from that same user to the same server to harass an individual.

- Hacking refers to activities that seek to compromise digital devices, such as computers, smart-phones, tablets, and even entire networks.

- Revenge porn is the distribution of sexually explicit images or videos of individuals without their consent.

Cyber-violence against women in India is growing very rapidly and has become a human rights concern.The United Nations Human Rights Commission declared the right to internet usage as a human right 2016. The data on cyberviolence against women is scarce, as according to researchers, women who are victims of cyber violence very rarely report.

To understand and tackle the phenomenon of gender-based cyber violence we must acknowledge that whether offline or online, violence against women and girls, queer and trans* persons has become so rampant because information and communication technologies are designed, controlled and used mostly by men, many of whom inculcate patriarchal values. If technology remains controlled and operated by men in big companies, bureaucracies, it will be difficult to challenge gender-based violence in digital media. Violence and discrimination in cyber world often led to psychological instability, trauma and may also lead to physical and financial violence in course of time. Also, it does not happen independent of the offline reality. In many cases, perpetrators of online violence are the same as offline: they are partners, ex-partners, relatives, classmates, or work colleagues. Crimes committed online follow or precede those committed offline. The consequences for the victims of cyber violence are far-reaching and are experienced in all areas of life, including, but not limited to, mental and psychological harm, damage to career development, withdrawal from public debate, and invasion of privacy.

Many traditional community structures still think that women should be kept away from technology because it is not good for them. Gender violence in online medium fuels such patriarchal thoughts. Instead of restraining women to access and use social media, internet, one has to raise voice against cyber violence. To be disconnected from the technology in the 21st century, is like having your freedom disrupted, right to work, meet people, learn, socialize, be curtailed.

By not recognizing cyber-violence as serious violence, we will be putting society and future generations at risk. In a world where young people should not be expected to disengage, this violence is restricting their freedom of movement, right to express and choose. With cases like the 'Bulli Bai App' coming into the picture, it's high time that we take cyber-violence seriously. This makes women more vulnerable to violence and harassment. 'Bulli Bai' and 'Sulli deals' specifically targets Muslim women, once again showing how minority and vulnerable communities are becoming victims of hate and violence not only in the physical world, but very much in the digital world. Gender based violence shows how slowly we are constantly living in an atmosphere of hate and violence that is very much masculine, patriarchal, and majoritarian.

This atmosphere of violence and hate is restricting the freedom of movement, right to express, choose, debate in the online public space, a right one must constantly fight for and claim in today's world.

■ *Mahera Imam is research scholar interested in Gender Technology and Violence, pursuing MPhil in Gender Studies.*

বিশ্ববিদ্যালয়ে লিঙ্গ-যৌনতা বিষয়ক রাজনীতি: ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত প্রয়াস

উদ্দীপ্ত রায়

আমরা বিগত দুই বছর ধরে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে জীবন আতিবাহিত করছি। অতিমারীর করাল ছায়া আমাদের সকলের জীবনকে ঘিরে রেখেছে নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও নিপীড়নের ভিতরে। তবে আমরা অনেকেই আমাদের জীবন দিয়ে অনুভব করতে পারি যে অনিশ্চয়তা বা নিপীড়ন আমাদের, অর্থাৎ প্রথাবিরোধী লিঙ্গ-যৌনতার মানুষদের ক্ষেত্রে অনেকভাবেই এক (অ)লিখিত সত্য। অতিমারীর আগেও আমরা নানারকম ভাবে সমাজ, পরিবার, পড়াশোনা বা চাকরির পরিসরে বহুভাবে বৈষম্য, প্রতারণা, এবং তিরস্কারের শিকার। অবশ্য, এর মধ্যেও আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতা ও দৈনন্দিন জীবন-শৈলীর মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র ভালো থাকার আদর্শ বাদেও অনেক ভাবেই যাপনযোগ্যতার (liveability) প্রকাশ ঘটাই আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে।[১] কিন্তু এই অতিমারীর প্রেক্ষাপটে আমরা কী করে নিজেদের বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে এক প্রকার কুইয়ার-ট্রান্স প্রতিরোধের ধারণা তুলে ধরতে পারি? আমার বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার্থী হিসেবে ব্যক্তিগত/রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, অতিমারী ও ছাত্ররাজনীতির প্রেক্ষিতে, এই বিষয়ে একটি (অ)সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করছি।

আমাদের, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহাসিক ভাবে, এবং বিশেষ করে ২০১০-এর পরবর্তী সময়ে, অনেক ধরনের স্বাধীন এবং বৃহত্তর অর্থে বামপন্থী মনভাবাপন্ন সংগঠন বা কালেকটিভ (collective) নানা সময়ে ক্যাম্পাসের বাইরে বিভিন্ন প্রথাবিরোধী লিঙ্গ-যৌনতাভিত্তিক এবং নারিবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠনের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক আন্দোলনের স্তরে যুক্ত থেকেছে। কিন্তু এইরকম সংগঠনগুলির মধ্যে কিছুটা শ্রেণী-চেতনা থাকলেও এঁরা অনেক ক্ষেত্রেই লিঙ্গ ধারণার এবং রূপান্তরকামী মানুষদের বিষয়ে অসচেতন। এঁদের ধারণায় জাতিয়তাবাদী আগ্রাসনের বিরোধীতার অর্থ লিবারেল (liberal) মনোলিথিক (monolithic) রাষ্ট্রের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে। এবং এঁরা অনেক ক্ষেত্রেই যৌনকর্ম-ভিত্তিক অধিকার আন্দোলনের প্রতি প্রকাশ্য সংহতি জানান না বা যৌনকর্মকে শুধুমাত্রই বাজার-চালিত (market-driven) ভোগ্যপণ্য হিসাবে অংকিত করেন। ফলে এই সব স্বাধীন বামপন্থী সংগঠন বা কালেকটিভ (collective)-গুলির সাথে ভিন্ন লিঙ্গ-যৌনতা ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে দ্বিমত তৈরি হয়।২ আমি যখন ক্যাম্পাসে (campus-এ) প্রবেশ করি প্রথম বছরের ছাত্র হিসেবে (২০১৭ সালে), তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সকল স্বাধীন বামপন্থী সংগঠনগুলির বেশিরভাগই প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে সক্রিয় বামপন্থী সংগঠনগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিকল্প লিঙ্গ-যৌনতা নিয়ে খুবই স্বল্প (অনেক সময়ই অসামঞ্জস্যপূর্ণ) বক্তব্য রাখত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র হিসেবে যোগদানের পর লক্ষ্য করেছি বেশ কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে স্যাফো ফর ইকুয়ালিটি (Sappho For Equality) সমেত কয়েকটি ভিন্ন লিঙ্গ-যৌনতা ভিত্তিক সংগঠনের প্রভাব; এটা অবশ্যই স্যাফো বা অন্য সংগঠনগুলির বহুকালের রাজনৈতিক লড়াইয়ের ফল।

আমরা অনেকেই সময়ের সাথে সাথে অনুভব করতে শুরু করি যে ক্যাম্পাসে লিঙ্গ-যৌনতা ভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনার বৃত্তের বৃদ্ধি বিশেষ রূপে প্রয়োজন। আমাদের অনেকের যৌথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় গড়ে তোলা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কুইয়ার কালেকটিভ (Jadavpur University Queer Collective - JUQC)। JUQC-র শুরু থেকেই নানারকম রাজনৈতিক প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে কিছুটা কথপোকথনের যায়গা দেখা দেয়। সময়টা ২০১৮।

রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করি। আমরা ক্রমেই বুঝতে পারি যে বহু কারণে প্রথাবিরোধী লিঙ্গ-যৌনতা সম্পর্কে কোনো রকম বাকবিনিময়ের পরিমন্ডল কলা বিভাগের বাইরে, অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং বা সায়েন্স বিভাগে সীমিত বা প্রায় নেই বলা চলে। কলা বিভাগেও আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে থাকা শহুরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুইয়ার বিষয়ক যা ধারণা তা অনেকটাই পশ্চিমী LGBTQ চর্চার আদলে। অথচ যাদবপুরে অনেক দূর থেকে আসা, শ্রেণী/জাতিগত রূপে বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়া কোতি, রূপান্তরকামী মানুষেরা যে একেবারেই পড়ে না তা নয়, কিন্তু এদের গল্পগুলো কোথাও হারিয়ে যায়। এই সব কিছু মাথায় রেখে JUQC ক্যাম্পাসে লিঙ্গ-যৌনতার রাজনীতি বিষয়ে নানাবিধ উদ্যোগ নিতে উদ্যত হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে ২০১৮ তে যখন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ধারা ৩৭৭-এর কিছু অংশ নাকচ করার পক্ষে রায় দিল, JUQC সেই সময় ক্যাম্পাসে মিছিলের ডাক দিল। মিছিলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবন্ত। প্রায় এক-দেড় বছরে নানা কারণেই JUQC-কে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে বেশিরভাগ সদস্যই আস্তে আস্তে ডিগ্রি পাস করে ক্যাম্পাস থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, সেই ভাবে প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের শিক্ষার্থীদের সাথে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে আমরা অক্ষম হই।

এর মাঝে অনেকটা রাজনৈতিক স্থান শূন্য থেকে যায়। অতিমারীর সময় যখন আমরা কয়েকজন, যারা কলকাতাতেই থাকি, মাঝে মধ্যে ক্যাম্পাসে যেতাম অল্প-স্বল্প, আমাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে আলোচনা হত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি এবং কুইয়ার মানুষদের উপস্থিতি নিয়ে। বিশেষত দুই-একজন এর প্রাথমিক প্রয়াসে আমরা একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করার কথা ভাবি - যার মধ্যে দিয়ে আমরা ক্যাম্পাসের বামপন্থী অনুশীলনের সাথে লিঙ্গ-যৌনতার চেতনার সমন্বয়ের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এর প্রসঙ্গ ছিল মূলত অতিমারীর জড়তা কাটিয়ে ক্যাম্পাসে কুইয়ার-ট্রান্স-নারিবাদী কণ্ঠ তুলে ধরা ও বিগত বেশ কিছু সময় ধরে ক্যাম্পাসে বামপন্থী ধারার রাজনীতি যে কুইয়ার-ট্রান্স বিষয়ে অসংলগ্ন মন্তব্য করে চলেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। আরো কিছু সমভাবাপন্ন কুইয়ার-ট্রান্স-ফেমিনিস্ট (এদের মধ্যে অনেকেই JUQC-র সদস্য নন) মানুষদের নিয়ে গ্রুপ বানানো হয়- Queer/Trans/Feminist Fabulation(s):

Queer Collectives and Lockdown Campus

Gourab

Unplanned and prolonged lockdowns have impacted our lives and as well as the university campuses. For the past two years, student unions and organisations have continuously been asking the university administrations and the union government to come up with a solid plan of action to reopen campuses. Besides the digital divide and lack of access to basic education infrastructure, what has drawn our attention is the non-functioning or shutting down of many societies, clubs and collectives that had been working for marginalized groups on campuses.

I was a left-queer activist for several years on the Jawaharlal Nehru University (JNU) campus, which has fought many battles to shape a few queer collectives over the years. Campus queer collectives ensure safe spaces on campus. However, there is always an effort to invisibilize such collectives. Such collectives also get diluted over time because of the lack of organised support from the university fraternity. Anjuman was JNU's first queer collective which left its mark on the collective cultural memory of JNU, but died out by 2005 because of no support.

The second queer collective that we founded at JNU was Dhanak. It was created to bring people together, to understand the issues related to gender, sexuality, caste and class. In JNU, during my active years as a left-queer activist, I always worked towards creating a safe space not only for queer students but also for teaching and non-teaching staff and on-campus residential people. I received huge support from both the teaching and non-teaching staff as well as from the local shopkeepers. One such moment was "Rainbow Walk: Queering the Campus", when we decided to paint the JNU campus in colours to give a strong message to right-wing hooliganism on campus. Our creative protest and resistance received mammoth support from all sections of the campus. We tried to make Dhanak the official queer collective of JNU, but we found ourselves splintering due to ideological issues, sometimes due to lack of support, and mostly, due to apathy from the university to acknowledge a campus queer collective and its members. From the remains of Dhanak, Hasratein was born with a batch of fresh people and with new enthusiasm. Thus, JNU received its third queer collective. We reclaimed our own space on campus, again.

Thinking about these histories now, I wonder what has happened to our queer friends during the lockdowns across the country over the last two years. The university campus has been an alternative home to many of us who cannot go back to 'family'. Our teachers, shop-bhaiyas, friends- they slowly become our family and we call the campus our home. With the lockdowns, our home is shut, our family is broken and we are also deprived of basic facilities to access education. How do we survive? Are we in touch with our queer folx? Are we building a network through which we can supply medicines, books, money, food, shelter to our queer folx? There are many questions and many uncertainties.

The Union government has been blind to the queer community during successive lockdowns. No systematic relief plan was announced for queer people. The university administrations have been silent on this issue as they often remain silent on the issues of gender and sexual harassment. We cannot ignore the fact that there has been an increase in domestic violence and I wonder what violence and discriminations our queer folx might be facing at home. Is there any documentation of it?

Campus Queer collectives also ensure safe and continuous support to queer folx around the campus

Rejuvenating queer-trans-feminist representations in campus. খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি বেশ কিছুটা সাড়া পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর ও বাইরের লিঙ্গ-যৌনতা ভিত্তিক আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মী ও অধ্যাপকদের ভাষায় উঠে আসে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্র-রাজনীতির প্রেক্ষিতে লিঙ্গ-যৌনতা ভিত্তিক আন্দোলন ও অনুশীলনের গতি-প্রকৃতির কথা। অনুষ্ঠানটি অতিমারীর মাঝখানে যেমন কুইয়ার-ট্রান্স মানুষদের দেখা করার, আলাপচারিতার মাধ্যম হয়ে ওঠে, তেমনি এটাও প্রকাশ পায় যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে প্রচুর লড়াই এখনো বাকি আছে। একজন ট্রান্স রাজনৈতিক কর্মী আমাদের জানান কীভাবে কিছু ছাত্র তাঁদের প্রতি ভয়ংকর অসংবেদনশীল মন্তব্য করে।

অতিমারীর পরিস্থিতিতে আমাদের দৈনন্দিনতার মধ্যে চিকিৎসাভিত্তিক-সামাজিক আদর্শ (medico-social norms) ঢুকে পড়েছে, যার অঙ্গুলিহেলনে আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং গৃহবন্দী হয়ে জীবন কাটিয়েছি/কাটাচ্ছি। অন্যদিকে প্রথাবিরোধী লিঙ্গ-যৌনতার মানুষের লড়াই চিরদিনই ছিল নানা বৈষম্যের বিরুদ্ধে। আজকের পরিস্থিতিতে তাই আরো প্রয়োজন ভিন্ন লিঙ্গ-যৌনতার শিক্ষার্থীদের জীবনচর্যায় প্রতিফলিত যাপনযোগ্যতাকে এক জায়গায় সংহত করা; আমরা যতটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার হবার মধ্যে দিয়ে সেই বেঁচে থাকাকে উদযাপিত করতে পারব, ততই সেখান থেকেই বহুত্বে সমৃদ্ধ প্রতিরোধের সুযোগ গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য, এই সংহতিকরণ বা প্রতিরোধ একমুখী কিম্বা একমাত্রিক নয়, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অনুশীলনে এই ধরনের প্রচেষ্টা সবসময়ই অনিশিচত, ব্যাপ্ত, বহুমুখী, এবং দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ; যাদবপুরের প্রয়াস যার অপ্রতিম দৃষ্টান্ত।

তথ্যসূত্র:

১. McGlynn, N., Browne, K., Banerjea, N., Biswas, R., Banerjee, R., Sumita, & Bakshi, L. (2020). More than happiness: Aliveness and struggle in lesbian, gay, bisexual, trans and queer lives. *Sexualities*, 23(7), 11131134. https://doi.org/10.1177/1363460719888436

২. Dutta, A. (2019). Dissenting Differently : Solidarities and Tensions between Student Organizing and Trans-Kothi-Hijra Activism in Eastern India. South Asia Multidisciplinary Academic Journal [Online], 20, 1-20. https://doi.org/10.4000/samaj.5210

■ *উদ্দীপ্ত (he/they) বর্তমানে Tata Institute of Social Sciences- এর শিক্ষার্থী।*

neighbourhood through conversations on safe sex, sexual harassment and rights. With the prolonged lockdown and erratic scholarship funds, many queer folx had to leave their rented places around JNU for example, and were forced to leave for their natal family homes. Are we in a position to offer them mental support and find out about their well-being as well? The answer is no, perhaps. With the right-wing government at the centre, we are not only helpless but also in a whirlpool of chaos and uncertainties.

It is high time for campuses like JNU to reopen and for queer folx to gather and take collective action. We cannot afford to lose time and what we should do first is to pressurise the administration to recognise campus queer collectives and ensure that all these issues are addressed by the stakeholders. If this situation continues for long, we may see many queer students as drop-outs or choosing a different path for survival. Universities are created to build our future and not to break it. It is also our collective responsibility to ensure that we mobilize ourselves and start working towards strengthening our queer collectives to ensure a safe and better campus for all.

■ *Gourab is an educator, and a left-queer activist in JNU. He is working on his doctoral thesis at the School of Arts & Aesthetics.*

সমন্বয়

রৌনক

যখন আমরা ঘনিষ্ঠতা, প্রেম বা যৌনতা সম্পর্কে কথোপকথন শুরু করি: তখন আমরা বেশির ভাগ সময়েই 'পেনিট্রেটিভ সেক্স'কে একটি উচ্চস্তরে রাখার প্রবণতা নিয়ে চলি কারণ বিষমকামী প্রবেশমূলক যৌনতা প্রজননের সাথে যুক্ত। কিন্তু সামাজিক শিক্ষার ফলস্বরূপ সমকামী, উভকামী বা কুইয়ার পুরুষদের মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতা অনেক বেশি প্রাধান্য পাবার ফলে, আমরা প্রায়ই এই hierarchy-কে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাই। আমাদের অবচেতনে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতান্ত্রিকতা আমাদের নানাভাগে বিভক্ত হয়ে থাকতে বাধ্য করে, যার জন্য পায়ুসঙ্গম ব্যাতীত অন্যান্য শারীরিক ঘনিষ্ঠতা শুধুমাত্র foreplay হয়েই থাকে, 'রিয়েল সেক্স' নয়। এখানে আরেক ধরনের স্বাভাবিকীকরণও রয়েছে, যেখানে লিঙ্গভূমিকা এবং পুরুষতন্ত্রের সমন্বয়ে সমকামী পুরুষদের যৌন আচরণকে Top–Bottom–Versatile এই ভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। সমকামী পুরুষ সম্প্রদায়ের মধ্যে, সাধারণত, আপনাকে হয় 'টপ'বা পেনিট্রেটর, 'বটম'বা পেনিট্রেটেড, বা ভারসেটাইল (যে কোনও রোল প্লে-তে সক্ষম) হতে হবে, এছাড়া অন্য কোনও বিকল্প প্রায় ভাবা যায় না। আপনি যদি 'টপ' হন তবে আপনাকে পুরুষালি হিসাবে দেখা হবে এবং আপনি যদি 'বটম' হন তবে আপনাকে মেয়েলি হিসাবে দেখা হবে।

এভাবেই সমকামী পুরুষরা নিজেদের মধ্যে এইধরনের লিঙ্গভূমিকাকে আত্মস্থ করে Heterosexist সমাজের সম্প্রসারণ হয়ে উঠছে। খুব সাধারণ আলোচনায়, এটাও শোনা গেছে যে সমকামী পুরুষরা কেবল মুখ দেখে কাউকে 'টপ' বা 'বটম' বলে বিচার করে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে একজন ব্যক্তি 'টপ' বা 'বটম' কিনা তা নিয়ে করা সিদ্ধান্ত গুলি নির্ভর করে সেই মানুষটির আচরণ অন্যদের কাছে মেয়েলি নাকি পুরুষালি বলে অনুভূ ত হচ্ছে, তার ওপরে। এইসব অনুভূ তি নির্ভর অনুমানের পাশাপাশি রয়েছে 'সাইড', যারা কোনরকম পেনিট্রেটিভ সেক্স পছন্দ করে না, তারা লজ্জা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ানক অনুভূ তিতে ভুগতে থাকে। ডেটিংকে যেভাবে সামাজিকীকরণ করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'সাইড'-রা প্রায়শই অস্তিত্বহীন হয়ে যায় এবং এইভাবে তাদের সূক্ষ্মভাবে বহিষ্কৃত করা হয়।

সমকামী পুরুষ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাধরনের গেঁড়ে বসা স্টিরিওটিপিক্যাল ধারণা রয়েছে যেগুলো প্রায় কুসংস্কারের পর্যায়ে চলে গেছে। সেই ধারণা অনুসারে যারা 'টপ' নন তাদের যথেষ্ট নীচু চোখে দেখা হয়, এরা পেনিট্রেটেড হতে পছন্দ করে বলে এদের প্রায়শই অপমানজনক কথা বলা হয়, কারণ ধরে নেওয়া হয় যে এদের যৌন আচরণের জন্য গোটা সমকামী পুরুষ সম্প্রদায়ই যেন 'নারীসুলভ' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। এবং এই ধারণার সঙ্গে জুড়ে থাকা 'Phallocentrism'-কেও স্বীকার করা যায় না, সমকামী পুরুষদের একটা বড়ো অংশ এই ধারণায় আক্রান্ত। 'Phallocentrism' এমন একটি ধারণা যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত পৌরুষকেই প্রাধান্য দেয়, যেখানে পেনিট্রেটারই 'আসল' পুরুষ হিসাবে মর্যাদা পায়।

যৌনতা নিয়ে চর্চা করলে দেখা যাবে কামনা কোনও একমাত্রিক, সোজা-সাপটা, চিরন্তন বিষয় নয়, এটা যথেষ্ট জটিল, আঁকা-বাঁকা, অস্পষ্ট, কিন্তু বৈচিত্রময়। এর মধ্যে যেসব সমকামী পুরুষ নিজেজের 'সাইড' হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের প্রসঙ্গ তুললে দেখা যাবে যে তাদের কামনার মধ্যে স্মুচ থেকে শুরু করে, ওরাল সেক্স, ফ্রটিং এমনকি বডি ওয়ারশিপ বা শরীর পূজা পর্যন্ত সবই আছে। ফলে 'সাইড' পুরুষদের অযৌন বা এসেক্সুয়াল বলে ধরে নেওয়াটা একটা মিথ। এটা ঠিক যে কোনও কোনও 'সাইড' পুরুষ হয়ত এসেক্সুয়াল হতেও পারে, কিন্তু সবাই তা নন, তারা সেক্সুয়ালিটি স্পেকট্রামের নানা জ্ঞায়গায় থাকতে পারে। একদিকে যৌনতা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে থাকা অজ্ঞতা বা উদাসীনতা, অন্যদিকে বিষমকামী দৃষ্টিকোণ থেকে যৌনতাকে দ্যাখা, দুয়ে মিলিয়ে আমাদের মনের মধ্যে এইসব ভুল ধারণা তৈরি হয় যে কেউ পেনিট্রেটিভ সেক্স না করার মানেই সে এসেক্সুয়াল।

পায়ুকামে লিপ্ত হতে চায় না বলে 'সাইড' সমকামী পুরুষরা নানা ধরনের অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত, অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে। যেমন 'Grindr'-এ (কুইয়ার পুরুষদের জন্য একটি বিখ্যাত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট) 'টপ', 'বটম' এবং 'ভার্সেটাইল' ছাড়া 'সাইড' ভূ মিকাটি বেছে নেবার কোনও বিকল্প নেই। এইভাবে সামাজিক নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়াও তাদের চলনের মধ্যে কিছু অবাঞ্ছিত অবস্থান গ্রহণ করে ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে আমাদের সামনে। এই ধরনের অবস্থান যে বৈষম্যমূলক তা সহজেই বুঝে নেওয়া সম্ভব, এবং এটি 'সাইড' সমকামী পুরুষদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হতে পারে। এমনকি 'সাইড' সমকামী পুরুষরা 'সাইড' শব্দটি ব্যবহার করে অস্বস্তি বোধ করেন, কারণ তারা মনে করেন এটি তাদের পুরুষত্বের সামাজিক চিত্রকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

সাইড' হিসাবে পরিচয় দেওয়া সমকামী পুরুষদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উদ্বেগ ও সমস্যার কথাও এখানে উল্লেখ করার দরকার কারণ তারা নিজেদের গভীরতম কামনা এবং বাস্তবে সেই কামনাপূরণের পথের অন্ধকার, এর মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকেন। কিছু মানুষের জন্য, এটি কেবল একটি পছন্দ। প্রচুর কুইয়ার পুরুষ পায়ুকাম থেকে আনন্দ পান না, তারা বিকল্প খুঁজে নিতে চান। অন্যদের জন্য, এটি পছন্দের তুলনায় বেশি প্রয়োজনীয়তানির্ভর। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পুরুষের স্বাস্থ্যগত কারণে পায়ুকামে জড়িত হতে সমস্যা হয়। অন্যরা 'Erectile Disappoinment' অনুভব করতে পারেন (কোর্ট 'Erectile Dysfunction'এর পরিবর্তে এই পরিভাষাটি পছন্দ করেন), অথবা তারা এখনও ইরেকশন পেতে পারেন কিন্তু যথেষ্ট শক্ত নয় বা স্থায়ী হয় না।

আমাদের আরও উল্লেখ করা উচিত যে বেশিরভাগ 'সাইড' পুরুষ লজ্জা, বিড়ম্বনা, অস্বস্তি, মানসিক হিংসা এবং একাকীত্ব এড়ানোর জন্য বেরিয়ে আসতে ভয় পায়। ডক্টর

প্রতিবন্ধী নারী: যৌনতা ও নির্যাতনের দিনলিপি

শম্পা সেনগুপ্ত

কলকাতায় দুর্গাপুজোর উৎসব শেষ হওয়ার আগেই খবর এলো টালিগঞ্জ অঞ্চলে এক মানসিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধা মহিলা ধর্ষিত হয়েছেন। আমরা যারা প্রতিবন্ধী আন্দোলনের কর্মী, তারা বিচলিত হলাম, কিন্তু সাধারণত প্রতিবন্ধী মহিলাদের উপর ধর্ষণ হলে তা নিয়ে সমাজে খুব আলোড়ন হতে দেখা যায়না। একমাসও কাটল না, আবার খবর পেলাম খড়গ্পুরে এক মূক ও বধির কন্যা ধর্ষিত হয়েছে। এরকম খবর আমরা সংবাদপত্র খুললেই দেখি মাঝেমধ্যেই, আবার পরের দিন ভুলেও যাই। ওপর থেকে দেখলে মনে হয় এই ঘটনাগুলির একের সঙ্গে আরেকটির কোন সম্পর্ক নেই, সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আসলে আমরা যাতে এইভাবে ভাবি তার জন্য সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট। প্রতিবন্ধী আন্দোলনকর্মীরা বারবার দাবি করেছেন ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাদের ওপব সবরকম নির্যাতনের তথ্য যাতে আলাদা করে রাখে, কিন্তু আমাদের সরকার তা মানতে রাজি নন। কাজেই আপনি যদি এনসিআরবি ডাটা বা তথ্য দেখেন সেখানে বিস্তারিত পাবেন একটি বছরে কতজন আদিবাসী মহিলার বা মুসলিম মহিলার উপর অত্যাচার হয়েছে। অন্যান্য প্রান্তিক মহিলাদের মত প্রতিবন্ধী মহিলাদের ওপর নির্যাতনের খবর যদি সরকার রাখা শুরু করত তাহলে আমাদের পক্ষে বোঝা সুবিধা হতো যে এই সমস্যা কতটা বিস্তৃত।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ জানাচ্ছে প্রতিবন্ধী কন্যা এবং নারীদের ওপর নির্যাতন সাধারণ নারীর থেকে দশগুণ বেশি হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধকতা নানা প্রকারের হয়। প্রতিবন্ধী মহিলাদের মধ্যে সবথেকে বেশি নির্যাতনের শিকার হন মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মূক ও বধির নারীরা। এই নারীদের পক্ষে তাদের ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতন সম্পর্কে (নির্যাতনের কথা) প্রকাশ করা সহজ না বলে নির্যাতকরা (নির্যাতনকারীরা) এদের সহজ টার্গেট বলে মনে করে। আর, এরা নির্যাতনের কথা বলতে চাইলেও এদের কথা বিশ্বাস করেনা সমাজ। কাজেই বেশিরভাগ ঘটনার রিপোর্ট করা হয়না। পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনাগুলি লুকিয়ে রাখতে চায়। একেতো প্রতিবন্ধী সন্তানকে অভিশাপ হিসাবে ভারতের মানুষরা গণ্য করে, তাব ওপর এই সন্তান যৌন নির্যাতনের শিকার হলে তা পরিবারের লজ্জা বলেই ভাবতে শিখেয়েছে সমাজ। এমনিতেও বেশির ভাগ নির্যাতন করে থাকে পরিবারের বা আশেপাশের মানুষরা, কাজেই প্রতিবন্ধী মেয়েটির জন্য সুবিচার চেয়ে লড়াইয়ের থেকে পরিবারের ''সুস্থসবল পুরুষ''কে বাঁচানোর চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের. নারী আন্দোলন প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে খুব বেশি ভাবেনি। প্রতিবন্ধী আন্দোলনও কি ভেবেছে আলাদা করে এই মেয়েদের কথা? নারী আন্দোলনের বা প্রতিবন্ধী আন্দোলনের সামনের সারির নেতৃত্ব হিসাবে আমরা প্রতিবন্ধী নারীদের দেখতে পাইনা আজও। বছর দশেক আগেও আমাদের দেশের কোনও আইনে আলাদা করে প্রতিবন্ধী নারীদের কথা লেখা থাকতনা। এই বিষয়ে পরিবর্তনের সুযোগ আমরা পাই দিল্লীর নির্ভয়া কান্ড ঘটার পর ভার্মা কমিটি তৈরি হওয়ার পরে। দেশের ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন পরিবর্তন করার জন্য সবার থেকে সাজেশন বা পরামর্শ চায় এই কমিটি। খবরের কাগজে ভার্মা কমিটির এই বিজ্ঞাপন দেখে প্রায় দশহাজার ইমেইল যায়। এই কমিটি আমাদের পরে জানিয়েছেন যে তার মধ্যে মাত্র সাতটি ইমেইল এ প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য আলাদা করে সুপারিশ করা হয়েছিল। ভার্মা কমিটি আমাদের গঠনের(গঠিত) ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর রাইটস অফ ডিসএবেল্ড-এর সদস্যরা যে পরামর্শগুলি দিয়েছিলেন তা গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন। ভার্মা কমিটির সুপারিশে প্রতিবন্ধী নারীদের সুরক্ষার বিষয়ক যথেষ্ট প্রাধান্য পায়। এই সুপারিশ মেনে ২০১৩ সালে ইন্ডিয়ান পীনালকোড-এ প্রতিবন্ধী নারীদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় কীভাবে তদন্ত করা উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন ধারা যোগ হয়। এই ধারাগুলির মধে কয়েকটি হল -

■ কোনও শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলার সম্মতি ছাড়া তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে, যাকে সাধারণভাবে ধর্ষণ বলা হচ্ছে, তা 'গুরুতর' ধরনের ধর্ষণ বলে চিহ্নিত হবে, যার ন্যূনতম সাজা ১০ বছরের ও সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবনের কারাদন্ড, সঙ্গে আর্থিক জরিমানা। এক্ষেত্রে নির্যাতিতাকে প্রমাণ দিতে হবে না যে তার সম্মতি ছাড়া এই ঘটনা ঘটেছে। আদালত এক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বিবেচনা করবে যে নির্যাতিতার সম্মতি ছিলনা এবং তার ফলে অভিযুক্তর উপর দায় থাকবে অপরাধ প্রমাণ করার, নির্যাতিতাকে কিছু প্রমাণ করতে হবেনা।

■ হাসপাতাল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে তাও 'গুরুতর' ধর্ষণ বলেই বিবেচিত হবে ও এগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট ধারায় আলাদা করে প্রতিবন্ধী মহিলাদের উল্লেখ না থাকলেও তারাও এর অন্তর্ভুক্ত।

■ ধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতাকে অনেকের মধ্যে থেকে অপরাধীকে চিহ্নিত করার যে প্রক্রিয়ায় সামিল করা হয়, সেক্ষেত্রে নির্যাতিতা যদি শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হন তাহলে সেই বিচার সংক্রান্ত প্রক্রিয়া বিচারপতি বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে হবে যাতে তিনি সুনিশ্চিত করেন যে নির্যাতিতা এই প্রক্রিয়ার সময়ে স্বচ্ছন্দবোধ করছেন। স্পর্শ বা গলার স্বরের দ্বারা যাতে তারা অপরাধীকে চিনে নিতে পারেন সেরকম ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া চিহ্নিতকরণের পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিও তুলে রাখতে হবে যাতে আদালতে দরকার হলে এগুলি পরীক্ষা করা যায়।

■ ধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হলে তার বয়ান নিতে হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক (স্পেশাল এডুকেটর) বা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ জানা বিশেষজ্ঞের সামনে। এই বয়ান নেওয়া হবে নির্যাতিতার বাড়িতে বা যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দ সেখানে।

এই ধারাগুলি ২০১৩ সালে আইনের অন্তর্ভুক্ত হলেও ২০২২সালেও এর বাস্তবায়ন দেখা যায়না। এমনকি পুলিশ বা উকিল বা জজ যাঁরা এই নির্যাতিতাকে বিচার করতে সাহায্য করবেন তারাও এখনও এই আইন পরিবর্তনের খবর রাখেন না। তাদের ট্রেনিং-এ প্রতিবন্ধীদের অধিকারগুলি আলাদা করে অন্তর্ভুক্ত না করলে এই আইন পরিবর্তনগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

ভার্মা কমিটির সুপারিশ এর আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। এই কমিটি আলাদা করে সুপারিশ করেছিল প্রতিবন্ধীদের জন্য comprehensive sexuality education (সুসংহত যৌনতা শিক্ষার) ব্যবস্থা করার জন্য। ইউনেস্কোর রিপোর্ট উদ্ধৃত করে এই কমিটি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছিল যৌনতা শিক্ষা কেন প্রতিবন্ধীদের জরুরী। খুব কম স্পেশাল স্কুল এই উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করে কারণ যারা এই স্কুলগুলি পরিচালনা করেন তারা যৌনতা শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননি। যে স্বল্পসংখ্যক বিশেষ বিদ্যালয়ে যৌনতা শিক্ষাপ্রদানের চেষ্টা শুরু হয়েছিল তারা অভিভাবকদের থেকে বাধা পেয়েছে। বেশিরভাগ অভিভাবকরা প্রতিবন্ধী সন্তানকে "শিশু" হিসেবেই আজীবন রাখতে চান; কাজেই যৌনতা শিক্ষার বিরুদ্ধে তারা কথা বলেন। সর্বোপরি যারা স্পেশাল টিচার হওয়ার ট্রেনিং নেন, তাদের কারিকুলাম-এ যৌনতার বিষয়টি সরকার যোগ করেননি। কাজেই স্পেশাল টিচাররাও এই বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যেতে সবসময় পারেননা।

যৌন শিক্ষা না থাকার কারণে অনেক প্রতিবন্ধী নারী তাদের নিজেদের ওপর ঘটা নির্যাতনের কথা প্রকাশ করতে পারেননা। এরকম উদাহরণ আছে যেখানে body parts (শারীরিক অঙ্গের) এর নাম জানা নেই বলে মানসিক প্রতিবন্ধী নারী আদালতে বোঝাতে পারেনি অভিযুক্ত তার শরীরের কোথায় স্পর্শ করেছে। এইরকম ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ভার্মা কমিটির সুপারিশ মেনে চললে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য যৌনজীবন উপভোগ করা এবং যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করা দুটোই সহজ হয়ে যাবে। এই সুপারিশগুলির বাস্তবায়ন করার দাবি জোরদার করা আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

■ *শম্পা সেনগুপ্ত প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার আন্দোলনের কর্মী*

সমন্বয়

৪ নং পৃষ্ঠার পর

জোকোর্ট বলেছেন "Coming out erotically as a side is a lot like coming out a second time."

অগণিত ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করার পরে কোর্ট বলেছেন যারা 'সাইড' হিসাবে নিজেদেব চিহ্নিত করে, যেহেতু তারা ইতিমধ্যেই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং 'doubly marginalized', এই মানুষগুলি অবিশ্বাস্যভাবে একাকী বোধ করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী Partnership এর ক্ষেত্রে আশাহীনবোধ করতে পারে। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাইড' এর বিক্ষিপ্ত উপস্থিতি এবং প্রান্তিকতার কথা মাথায় রেখে, কোর্ট "SIDE GUYS" নামে একটি ব্যক্তিগত ফেসবুক গ্রুপ তৈরি করেছেন, যেখানে সমমনাব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারে। এই গ্রুপে ছেলেরা পরস্পরের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে পারে, যৌনতা-নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে চ্যাট করতে পারে, বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারে বা যে কোনো মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা করতে পারে।

সবশেষে বলি যে আমরা সমকামী পুরুষদের জন্য ভাল ভবিষ্যতের আশা করতে পারি, কারণ তারা ধীরে-ধীরে স্বাভাবিকতার ভিন্নতর রূপগুলিকে চিনছে এবং একটু-একটু করে পুরুষতন্ত্রের শেকল ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা আশা করতে পারি যে কোনও একদিন আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন যৌন অবস্থান নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করবে না, আমরা আর আমাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক হয়ে যাবো না।

■ *রৌনক একজন কুইয়ার কাউন্সেলর এবং অ্যাক্টিভিস্ট। লেখালেখি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো পর্যন্ত তার শখ বিস্তৃত।*

Musings of a Sapphic Heart

Archa

মহিলাদের প্রেমে পড়া সবসময়ই আমার সহজাত অংশ।

Once I used to sleep on those bosoms
Today I can't even get a warm embrace
Distance or differences, why my love is the same?
You ask me to move on
But how can I ever break -
Our love that has risen me
Our love made us feel heavenly
Our love sparked from hearts beating

I am not furious
I am only curious
To know what is holding you back
To know how you stay away
Sometimes hush, sometimes rush
I just hear my heart now
Your heart beats in my memories
Or in dreams when I sleep

Cry out my name once more
And I will be there at your door
Babe, all my heart can't be yours
Yet all my love for you is our cure

আমি একই সময়ে একাধিক মহিলার প্রেমে পড়ি। আমার ভালোবাসা কি সত্যিকারের নয়?

She visited me in my dream
She pushed herself to the wall
Asking me to kiss her
In front of all
I didn't hesitate a bit
All I want is to feel her lips
After months of starvation
I wonder how it feels
But, only in my dreams

Sealing our lips, I feel her again
"Do you remember our wild nights?"
With her I could have lived long
But alas! Our song was long gone
I feel the tranquil trance in her soul
Like we feel when the Ocean roars
That calls me to surrender to dark
Where faeries come to talk from afar
She is hard to get but still she visits
Only in my dreams
In my dreams we see each other
In my dreams our bodies wrap
In my dreams there is only us
Only in my dreams
We still exist

আমি তার জন্য কেঁদেছি... আমি তার সাথে আরও বেশি সময় চেয়েছিলাম কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না...

If I knew that we'd get only a month
Before the pandemic parted us
I would've spent most of my time
With you

I feel like floating when I sing with you
Each note, each chord, with each strum
I weave the magical symphony
With you

All those memories of us jamming
The deep talks, admiring Lunacy
I'd give everything and anything
To go back to that terrace
With you

I see myself in my dreams singing
Or under the Selena stargazing
Or beside the Sea walking
Or in the woods dancing
With you

আমার ভাঙ্গা হৃদয় দিয়ে, আমি আরও কবিতা এবং গান তৈরি করি!

You know what
I feel the stars
When you smile
You know what
I feel obsessed
With you girl

Knowing am falling in the trap
I am crushed as always
Damn, this love heals yet hurts
But I want you now babe

You bite your lips
Hearing my name
No you can't hide
There's no disguise
Only if you express
With an art or a kiss

Knowing am falling in the trap
I'm too smitten as always
Damn, this love heals yet harms
But I want you now babe

Your voice still in memory
Wanders around my ears
In your mind or within skin
Will I ever be there in years?
My lonely nights in thoughts
And hard to hold warm tears

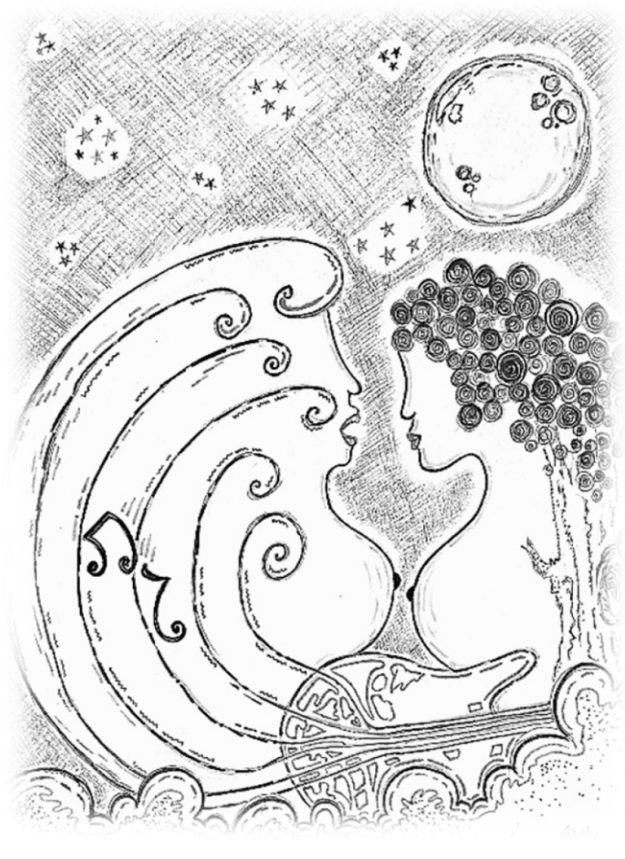

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই... আমার হৃদয় কি অধিকাংশ মানুষের চেয়ে বড়? নাকি আমি পাগল?

I woke up in the middle
The night was too lonely
A restless deep desire
To continue our talks
You're in my thoughts right now

I wanna hold your hand
Walk across a boulevard
Talking, singing, smiling
I wonder what you think
You're in my thoughts right now

I can't wait to sneak
Passionate kisses with you
Under the lovely moonlight
I think we'd look great
You're in my thoughts right now

Two women wrapped
Just us and no one
For the moment
We'd be ours

What is love?
If it's not freedom?
"Do what your heart says
Flow the way life goes"

Am I in love
Or am I just a poet?
Falling
Rising
Flying
Shattering
Cringing
Overcoming
I think I'm both
With a crazy big heart

And you, the charismatic you
'Spin me round
Like a record' babe
My mind repeating
Thoughts of you
My heart beating
The rhythm of love
As I think of you
Yes, you're in my thoughts right now

মহিলাদের প্রতি আমার ভালবাসার জন্য, আমি "স্যাফিক" কবিতা উৎসর্গ করি বছরের পর বছর...

When there will be
No one else to pamper
When there will be
No one following you
When there will be
No one checking on you
When there will be
No one creating for you
You might miss me
My Love

When the night is long
You might hear my song
And the flashbacks
Would surround you
Thinking about us
The time we once got
Won't be there anymore
My Love

I'm struggling
To see you
I'm reckless
Unlike you
Already in love
With you
My Love

There's a dreamland
Or parallel universe
Where we are together
Where we are lovers
But here we're distant
Maybe you need space
He's still in your head
Or maybe love is tough
As I was born to fly
My Love

Complications never leave
Perhaps that pain is poetry
As I scribble my emotions
Brewing some love potion
Falling for women
Over and over
Again

But I
Don't want your love
Via creations or craft
If it's destined
Love will find
Its way
Until then
I will wait
There's no rush
There's no must
I'll rather just
Go with the flow
My Love

■ *Archa (অর্চা) is a queer multi-talented artist, activist, and academic. She's also a member of Sappho for Equality.*

The Neighbor
(Berlin Romance Series)

Aulic

Episode 1. Unexpected Encounters

The doorbell was ringing vigorously. Amina had just seated herself in a cosy sofa with an autumn blanket around her, settling to relax after a stressy workday. Now she was totally annoyed at whoever had dared to ring at this hour without prior notice.

"Oh give me a break! Who is in such a hurry? It is 9 in the evening and not the time for the mail to arrive. I am not expecting anyone." Amina thought and refused to budge at first.

But the doorbell kept ringing. Amina got up and first took a look through the peephole. Nobody at the apartment door. This means somebody is ringing the main door of the building.

"Hello! Who is there?" Amina asked.

A masculine grumpy voice said, "I left something inside the building. Open the door!"

"Who is there?" Amina asked again.

The man got grumpier and suddenly started to shout at her: "Just open the door, bitch!"

"What the fuck!" Amina swore profusely and was about to shout back but stopped herself at the last moment.

"Who is that! Must be a fucked up macho!" She thought and went back to her cozy sofa.

Amina had been working from home and didn't step out of the apartment all day. She had not seen a human face today. The first direct interaction with a fellow human did not go very well.

Amina lived in Kreuzberg Berlin, in a neighborhood that many regular white Wessies (West Germans), Ossies (East Germans), and upper class migrants probably don't like. The neighborhood of Kotti (shortened version of Kottbusser Tor) is notorious for petty crimes, thriving drug scene, and street fights.

Amina loved her neighborhood and hated it at the same time. It is the only place in the city where she truly felt home. Walking on the streets, she fantasized about being in Istanbul, Cairo, Dhaka, Kolkata or Lahore.

Kotti was also famous for its thriving LGBTQI scene. The historical club SO36 was not very far from where Amina lived. She was planning to go out tonight and go dancing, and maybe finally meet the woman of her dreams?

Her heart leaped up with anticipation that something could happen. She was trying to get rid of the bad taste that the macho shouting had left in her ears. Amina took the decision to go out and was about to put her jacket on, when she heard the doorbell ringing again.

"Hello! Who is there?" Amina asked.
"Open the door, bitch!" The same grumpy macho voice.
"Fuck you asshole! I will never open the door!" Amina shouted at the top of her voice.

She was panting from the exertion and sat down to gulp a glass of water to calm down. The asshole must be still at the door.

"I can't go down right now. Who knows who that is." Amina tried to stay cool and rational, but her heart was racing with fear.

She had been attacked before, right in front of the main door of her building, as she was fumbling in her backpack to find the house keys. A drunk man pushed her from behind and she fell on the pavement.
And then...

"Fuck! I don't want to think about all that. Stop! Breathe! Concentrate!" Amina started counting one two three...

Suddenly the doorbell ring again. First a gentle knock at the door. Amina felt like blood rushing to her head. What if the man had come up and would break the door open? What should she do?

Amina went to the kitchen and grabbed the biggest and sharpest knife she had. She should have thought about looking through the peephole first before opening the door. But she already knew that man who had called her a bitch and pushed her on the pavement was now trying to break the door open. And then...

The gentle knock on the door started to grow stronger. Knock Knock Knock. Bling Bling Bling.

Amina opened the door with a swing and was about to threaten the perpetrator, when she suddenly saw a woman who was anything but a grumpy, gerrulous, macho man.

The light in the hallway was shining at the back of the woman. So Amina could not really make out how she looked. But she was carrying the most beautiful black kitten Amina had ever seen. The kitten was staring at Amina with her brown, curious eyes.

"Are you okay? I heard that someone was shouting. Is everything alright?"
A kind, velvety voice came out of the woman who was holding the black kitten with brown eyes.

Amina was trying to hide the knife behind her back. It took her a couple of seconds to catch her breath and gather herself.

"Yes, yes. I am alright. Someone was ringing the doorbell and shouting at me. This man..." Amina mumbled.

"Ahh!" The woman gave out a sigh and said, "I know. He did the same to me."

Seeing Amina's puzzled face, the woman added,
"I am so sorry. I didn't introduce myself. I am Sarah, Sarah Calkins, your new neighbor? And you are... Ahmed? I can only see your last name Sorry!" She sounded a bit unsure.

"Amina. Amina Ahmed." Amina said, and added, "Thank you for checking in. That's very kind of you. In this huge apartment building nobody comes to check in with nobody. You are the first neighbor who knocked at my door."

"Oh really? That's not so neighborly, I must say. I am your first then?" Sarah chuckled.

"Is she teasing me, really?" Amina thought to herself and tried to take a closer look at Sarah's face. But the backlight, damn!

Sarah was hesitating: "I am glad you are alright. I shouldn't bother you."

Amina responded eagerly, realizing that she was not so neighborly herself: "Sorry, would you like to come in, have some tea, coffee?"

The kitten was trying to get down from Sarah's tight embrace. She must have sniffed the tuna from the can Amina had opened a short while ago.

"Shira, Shira, where do you want go?" As Sarah was fumbling with the kitten, she bent her head and the backlight suddenly was shining on her face. Big brown eyes, sparking with kindness and curiosity, very much like the creature she was carrying.

Shira jumped down from Sarah's arms, slipped between Amina's legs and was running into the kitchen.

"I am so sorry! Shira Shira ta ta ta come here. You naughty kitten come here." Sarah called in vain.

Amina said, "Shira is lovely! But I am not very good with cats. I guess you have to come in.".

Sarah said, "I guess I do."

Sarah stepped in and Amina closed the door behind them. Her eyes fell on the jacket that she was about to wear. What a strange and eventful evening! She still had her knife hidden behind her back but now she eased up and tried to find a chance to put it down somewhere before Sarah or Shira notice it and become freaked out.

Shira was sniffing the tuna and Sarah sat in the kitchen cuddling her. Amina felt like running her fingers through the curls of this kind stranger whom she was a out to threaten with a knife.

"Fear limits the heart indeed." Amina thought and smiled to herself, before entering the kitchen to meet the new neighbour.

Who knows! This could be the woman of her dreams, after all.

[End of Episode 1. To be continued with Episode 2: "Thoughts become Things"]

■ *Aulic (she/her) is a writer of 3 worlds against heteronorms, racial capital, and ethnocentrism. She is a full-time writer, part-time traveler and educator, navigating fiction, songscape, and creative non-fiction.Twitter@Aulic_Anamika*

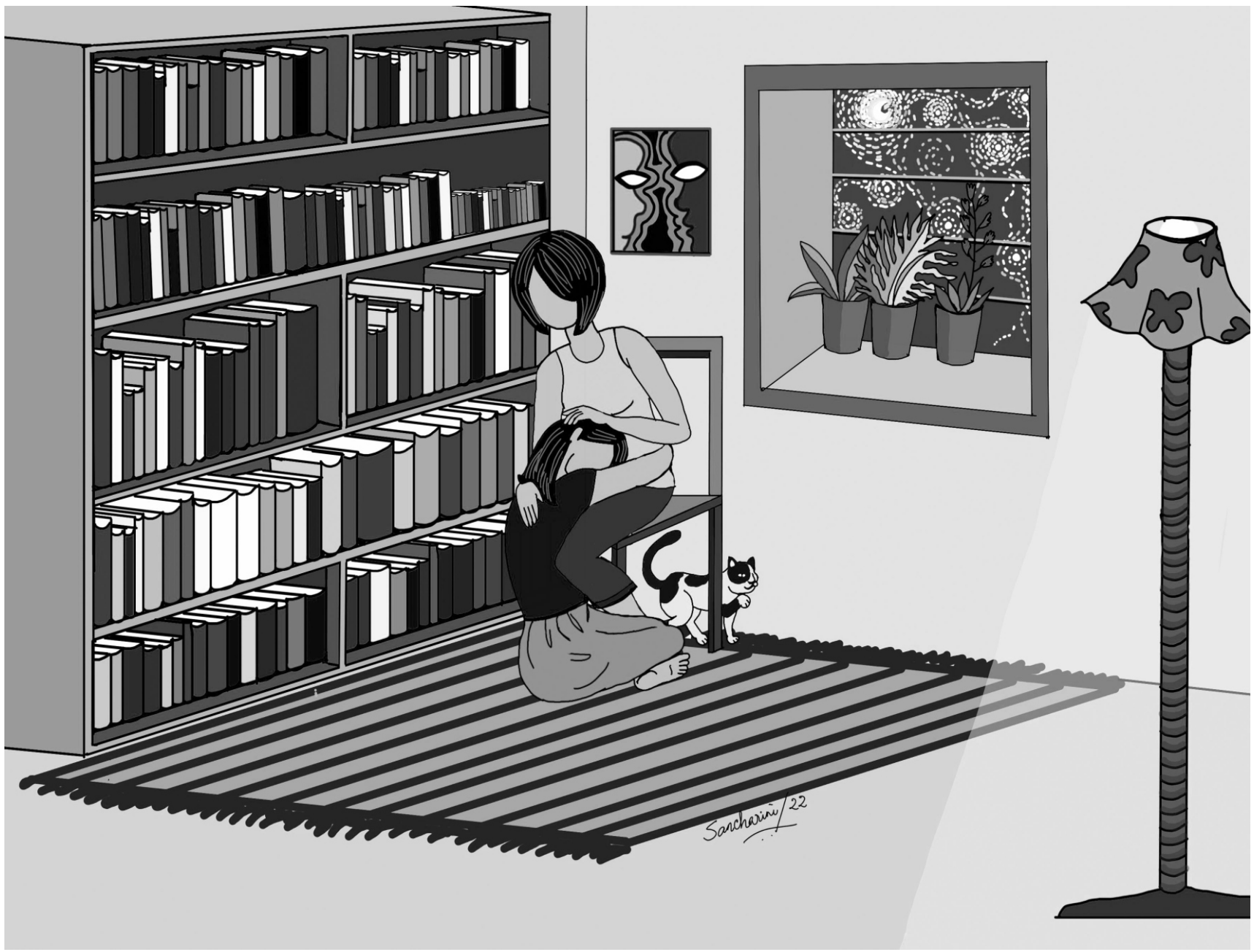

Title: Intimacy

Description: As a demisexual person, I have often experienced that platonic intimacy takes precedence over any other form of intimacy. What I have tried to show in the painting is that intimacy, for me, involves loving, trusting and caring about a person, being able to enjoy each other's company, and this does not necessarily involve a sexual relationship. This kind of intimacy transgresses the boundaries of what we define as romantic relationships.

■ *Sancharini is a part time doctoral student and full time procrastinator, who also loves to paint and sing.*

Sappho for Equality

Administrative Office & Resource Centre :
21 Jogendra Garden (S), Ground Floor,
Kolkata - 700 078

E-mail : sappho1999@gmail.com
Website : www.sapphokolkata.in
Contact : 033 2441 9995 (10 a.m. - 6 p.m. Except Mondays, 2nd & 4th Sundays)
Helpline : 098315 18320 (10 a.m. - 6 p.m.. Except Mondays, 2nd & 4th Sundays)

Edited by Subhagata Ghosh, Published by Sappho for Equality, 21 Jogendra Garden (S), Ground Floor, Kolkata - 700 078.